জাতিসংঘ নির্দেশিত অন্যান্য দিবস পালন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন উপলক্ষে হলিক্রস কলেজ, জাতিসংঘ ছাত্র ও যুব সমিতি এবং তথ্য কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে হলিক্রস কলেজ প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। 'নারী ও এইচআইভি/এইড্‌স' প্রতিপাদ্যের আলোকে বক্তাগণ বাংলাদেশে এইচআইভি/এইড্‌স এর হুমকির কথা তুলে ধরেন। সভায় অংশগ্রহণ করেন কলেজের অধ্যক্ষা, ইউএনডিপির এইড্‌স ফোকাল পয়েন্ট, তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও ছাত্র সমিতির কর্মীবৃন্দ। কয়েকশত ছাত্রীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পত্র পত্রিকায় অনুষ্ঠানের সারমর্ম ছাপা হয় বিষদভাবে।

৩০মে বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সাংবাদিকতা উন্নয়ন ও যোগাযোগ কেন্দ্র নামক একটি মিডিয়া নেটওয়ার্ক সিরডাপ মিলনায়তনে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। মিডিয়া নেতৃবৃন্দ ছাড়াও রাজনীতিবিদ, সংসদ সদস্য ও দেশের দুজন মন্ত্রী আলোচনায় শরিক হন। তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তাও অংশগ্রহণ করেন এবং এই উপলক্ষে প্রদত্ত মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন। ঐ বাণীর বাংলা অনুবাদ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি মিডিয়ায় বেশ ব্যাপকভাবে স্থান পায়। অনূদিত বাণীটি শুধু জাতীয় দৈনিক, নিউজ এজেন্সি ও টিভি চ্যানেলে নয়, ঐ দিনে ২টি ভিন্ন প্রোগ্রামের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেও বিতরণ করা হয় এবং ইউনিক ঢাকার ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৫মে তথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে বাংলাদেশের জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতির সহায়তায় সিরডাপ মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উদযাপন উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রধান অতিথি এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও একজন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা পারিবারিক সংহতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক এই উপলক্ষে মহাসচিবের বাণী পাঠ করে শোনান এবং এর কপি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সভাশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কর্তৃক একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

২ জুন তথ্য কেন্দ্র বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে উদযাপন করে। এই উপলক্ষে ২৮ মে ধূমপানবিরোধী এনজিও আধুনিক ও তামাকবিরোধী জোট ক্যাট্ এর সঙ্গে যৌথভাবে প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় অধ্যাপক ও আধুনিক এর সভাপতি, ক্যাট্ এর সভাপতি ও মহাসচিব এবং তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের রিপোর্টারদের ধূমপানের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ব্রিফিং দেন। তাদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য কতিপয় প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। গণমাধ্যমগুলোতে এই ব্রিফিং এর সংবাদ ফলাও করে প্রকাশিত হয়।

একই দিনে বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজ সভাকক্ষে তামাকের ব্যবহারের বিরুদ্ধে মাসব্যাপী স্বাক্ষর অভিযানের উদ্বোধন করেন। আধুনিক, ক্যাট ও ইউনিক ঢাকা যৌথভাবে এই অভিযানের আয়োজন করে। আধুনিক ও ক্যাট্ এর প্রধান নির্বাহী ও তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক এতে অংশগ্রহণ করেন। উদ্যোক্তাগণ এই উপলক্ষে একটি মিছিল ও একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে এবং ইউনিক কর্মকর্তা, একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক ও ক্যাট্ এর সভাপতি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন তামাকবিরোধী তৎপরতার জন্য সুপরিচিত বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় অধ্যাপক। তিনি তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতায় তামাকের অপব্যবহার রোধের জন্য জোরালো আহ্বান জানান। আরেকটি কর্মসূচির অধীনে কেন্দ্রের কর্মকর্তাসহ উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তামাক সেবনের বিরুদ্ধে একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন।

২৬ জুন নেশাদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে ইউনিক ঢাকা ও ঢাকা আহ্‌সানিয়া মিশন (জাতীয় এনজিও) যৌথভাবে একটি সেমিনারের ব্যবস্থা করে। এতে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও ডব্লিউএইচও এর প্রতিনিধি যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা আলোচনায় অংশ নেন এবং এই উপলক্ষে প্রদত্ত মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন। বাংলায় অনুবাদকৃত বাণীটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেও বিতরণ করা হয়।

২ জুন তথ্য কেন্দ্র বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে উদযাপন করে। এই উপলক্ষে ২৮ মে ধূমপানবিরোধী এনজিও আধুনিক ও তামাকবিরোধী জোট ক্যাট্র এর সঙ্গে যৌথভাবে প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় অধ্যাপক ও আধুনিক এর সভাপতি, ক্যাট্র এর সভাপতি ও মহাসচিব এবং তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের রিপোর্টারদের ধূমপানের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ব্রিফিং দেন। তাদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য কতিপয় প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। গণমাধ্যমগুলোতে এই ব্রিফিং এর সংবাদ ফলাও করে প্রকাশিত হয়।

একই দিনে বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজ সভাকক্ষে তামাকের ব্যবহারের বিরুদ্ধে মাসব্যাপী স্বাক্ষর অভিযানের উদ্বোধন করেন। আধুনিক, ক্যাট ও ইউনিক ঢাকা যৌথভাবে এই অভিযানের আয়োজন করে। আধুনিক ও ক্যাট্র এর প্রধান নির্বাহী ও তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক এতে অংশগ্রহণ করেন। উদ্যোক্তাগণ এই উপলক্ষে একটি মিছিল ও একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে এবং ইউনিক কর্মকর্তা, একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক ও ক্যাট্র এর সভাপতি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন তামাকবিরোধী তৎপরতার জন্য সুপরিচিত বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় অধ্যাপক। তিনি তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতায় তামাকের অপব্যবহার রোধের জন্য জোরালো আহ্বান জানান। আরেকটি কর্মসূচির অধীনে কেন্দ্রের কর্মকর্তাসহ উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তামাক সেবনের বিরুদ্ধে একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন।

২৬ জুন নেশাদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে ইউনিক ঢাকা ও ঢাকা আহ্‌সানিয়া মিশন (জাতীয় এনজিও) যৌথভাবে একটি সেমিনারের ব্যবস্থা করে। এতে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও ডব্লিউএইচও এর প্রতিনিধি যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা আলোচনায় অংশ নেন এবং এই উপলক্ষে প্রদত্ত মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন। বাংলায় অনুবাদকৃত বাণীটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেও বিতরণ করা হয়।

৯ আগস্ট আদিবাসী দিবসে বাংলাদেশে জাতিসংঘ ব্যবস্থার সহযোগিতায় আদিবাসী ফোরাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা এই উপলক্ষে মহাসচিবের বাণীর বাংলা অনুবাদ পাঠ করে শোনান ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এর কপি বিতরণ করা হয়।

১৪ আগস্ট তথ্য কেন্দ্র বিশ্ব যুব দিবস ২০০৩ উপলক্ষে জাতিসংঘ সভাকক্ষে একটি গোলটেবিল সংলাপের আয়োজন করে। সংলাপের বিষয়বস্তু ছিলঃ ‘যুবসমাজের চ্যালেঞ্জসমূহ: উদ্বেগ ও অগ্রাধিকার।’ এতে ব্যবসায়ী, বেকার যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন যুবগোষ্ঠীর ৪০ জন প্রতিনিধি শরিক হন। অংশগ্রহণকারীরা দেশের যুবসমাজের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং সেগুলো উত্তরণের জন্য কিছু সুপারিশ রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে ইউএনডিপি, ইউনেস্কো, ইউএনভি, ইউনিক ও লাইফ (এনজিও) এর প্রতিনিধিরা এই প্রাণবন্ত সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটির সূচনাতে কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক এই উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন এবং এর অনুলিপি উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করেন।

২১ সেপ্টেম্বর ইউনিক ঢাকা আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উদযাপন করে ঢাকা আহ্‌সানিয়া মিশনের সহযোগিতায় একটি গোলটেবিল আলোচনার মাধ্যমে। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সাবেক মহাপরিদর্শক আলোচনা সমন্বয় করেন। এতে সক্রিয় শান্তিবাদী, সরকারি কর্মকর্তা, অধ্যাপক ও জাতিসংঘ কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ বিশ্ব শান্তির উপাদানগুলোর ব্যাখ্যা দেন এবং শান্তি রক্ষা ও শান্তি নির্মাণে জাতিসংঘের ভূমিকার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। অতঃপর প্রশ্নোত্তর পর্বে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তার সমাপনী মন্তব্যের দ্বারা অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক ও শান্তি দিবসের আলোচনা বৈঠকটি সংগঠন ও সমন্বয় সাধনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে তথ্য কেন্দ্র ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘাত অধ্যয়ন বিভাগ একটি শান্তি র‍্যালিরও আয়োজন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, তথ্য কেন্দ্রের স্টাফ সদস্যগণ এতে অংশ নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রধান অতিথি হিসেবে র‍্যালিটি উদ্বোধন করেন। শান্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষে ইউনিক ঢাকার সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের মিলনায়তনে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এতে উপাচার্য প্রধান অতিথি ও বাংলাদেশে ইউনেস্কো প্রতিনিধি বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। দেশের বরেণ্য অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবাহান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ ও এর কপি বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। ঐ দিন বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির উদ্যোগেও একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদের মধ্যে তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা এতে বক্তব্য রাখেন এবং শান্তি দিবস উপলক্ষে মহাসচিবের বাণী পাঠ করে শোনান। এই উপলক্ষে ইউনিক ঢাকা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘাত অধ্যয়ন বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি রচনা প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এতে অংশ নেয়। তিনজন সেরা প্রাবন্ধিককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বাংলাদেশে জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ইউনিক ঢাকা স্থানীয় একটি হোটেলে এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। জাতীয় দৈনিকগুলোর সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকরা ছাড়াও ইলেকট্রনিক মাধ্যম ও এনজিও প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীরা বিশ্বের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর বক্তব্য রাখেন। সভাপতি হিসেবে জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী বাংলাদেশের জনমানুষের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রের রেফারেন্স সহকারী পরিচালনায় সহায়তা দেন।

cieZx wk‡ivbv‡gi Rb¨ wKK Ki“b